প্রাণ
চাচা চৌধুরী ও
উড়ন্ত কার
ডায়মণ্ড
কমিকস্
DB-25 10.00
created by Zaman

চাচা জী! এসব কি করছেন?

বিল্লু! এক কাবাড়ীওয়ালা লর্ড কার্জনের এই পুরানো গাড়ীটা আমাকে দেড়শ টাকায় বিক্রী করে গেছে। আমি এটার হাঁড়পাঁজরাগুলোকে মেরামত করে চালাবার চেষ্টা করছি।

দেখি ইঞ্জিন স্টার্ট হয় কিনা!

বাঃ স্টার্ট হোয়ে গেছে।

গর-গর-গর

এস বিল্লু! গাড়ীতে বস। একটু ঘুরে আসা যাক।

কিন্তু গাড়ীর চাকাতো একেবারে চুপসে রয়েছে

created by Zaman

আমরা ধীরে ধীরে একে পেট্রোল পাম্প পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে সেখানে হাওয়া ভরিয়ে নেব।

INDIAN OIL
নাও পেট্রোল পাম্পে তো পৌঁছে গেলাম

আরে ভাই এর চারটে চাকায় একটু হাওয়া ভরে দাও। আমি ইঞ্জিন চালু রেখেছি। একবার যদি এটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আর স্টার্ট হবে না।

আমার হাওয়া ভরার কর্মচারী আজ ছুটিতে আছে আপনি যাকে বললেন উনি সায়েন্সের একজন পাগল প্রফেসর। আজই পাগলা গারদ থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছেন। আপনি অন্য কোনও পেট্রোল পাম্পে যেয়ে হাওয়া ভরিয়ে নিন
কেন? হাওয়া ভরা কি কোনও কঠিন কাজ? এ তো যে কেউ পারবে।

আরে! প্রফেসর সাহেব আমি আপনার দ্বারাই হাওয়া ভরাব।
হোঃ হোঃ আমি নিশ্চয়ই আপনার কাজ করে দেব।
created by Zaman

আমি আপনার এমন সেবা করবো যে আপনি সারা জীবন আমাকে মনে রাখবেন।
সামনের চাকায় ভরা হয়ে গেছে এবার পেছনের চাকায়...
নিন, মশাই হাওয়া ভরে দিয়েছি
DHC 9455
প্রফেসর! এই পয়সাটা রাখ, কিছু কিনে খেয়ে নিও।
?
!!
হাঃ হাঃ! তোমার গাড়ীর চাকায় আমি হাওয়ার বদলে অত্যন্ত পাওয়ার ফুল হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে দিয়েছি, যা সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।
GAS
H2
INDIAN OIL
created by Zaman

বিল্লু! এখন কি হবে?
বেড়াবার জন্যই তো বেরিয়েছি। আকাশে তো আরও এডভেঞ্চার হবে।

ঠিক আছে, তবে চল।
হুররে!

আমি যা দেখছি তুমিও কি তাই দেখছো?
আকাশে গাড়ী!
অদ্ভুত!
আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য!

বিল্লু! দাঁড়াও আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো।
সাবু! এই গাড়ী থামতে পারে না।

আমি থামাতে জানি!

এই ছুড়লাম আমার দড়ি ।

created by Zaman

ছপাক

ভাগ্য ভাল যে সমুদ্রে পড়েছি নাইলে হাড় গোড় গুলো গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যেত।

বাঃ কি সুন্দর দৃশ্য!

আমরা মেঘের উপর দিয়ে যাচ্ছি।

চাচাজী! ওই দেখুন! উঁচু বাড়ীর ছাদে....
হ্যাঁ, বিল্লু! মনে হয় ওই মহিলার প্রাণ বিপন্ন।
লাফাও!
না! দয়া করো!
বিল্লু! পেছনের সীটে একটা ক্রিকেটের ব্যাট রাখা আছে।
পেয়েছি, চাচাজী!
ঠিক আছে একটু ক্রিকেটের খেলা দেখাও।
উফ!
খটাক!
চৌকস!

আমার তাড়াতাড়ি নীচে যাওয়া উচিৎ।
বা: বিল্টু! তুমি দেখছি আকাশেও জল বোট চালাতে পার।
আকাশ একেবারে পরিস্কার।
মৃদু-মৃদু হাওয়াও বইছে।
তিন…চার…দুই…এক…জিরো!
হু-স-স-স!

রকেট ছাড়াটা সফল হয়েছে।

চাচাজী! পেছনে দেখুন, আমরা কতদূর চলে এসেছি।

কেননা এই সফল ভাবে রকেট ছাড়ার জন্য একটা পার্টি দেওয়া যায়?

created by Zaman

বাঃ চাচাজী! তুমি তো ভাল ডিগবাজী খেতে পার।

বিল্লু! আমি আকাশে জেট প্লেনেরও কয়েকটা কসরত দেখিয়েছি।

এতবড় হোর্ডিং কে উপরে উঠানো এক মস্ত ঝামেলা।
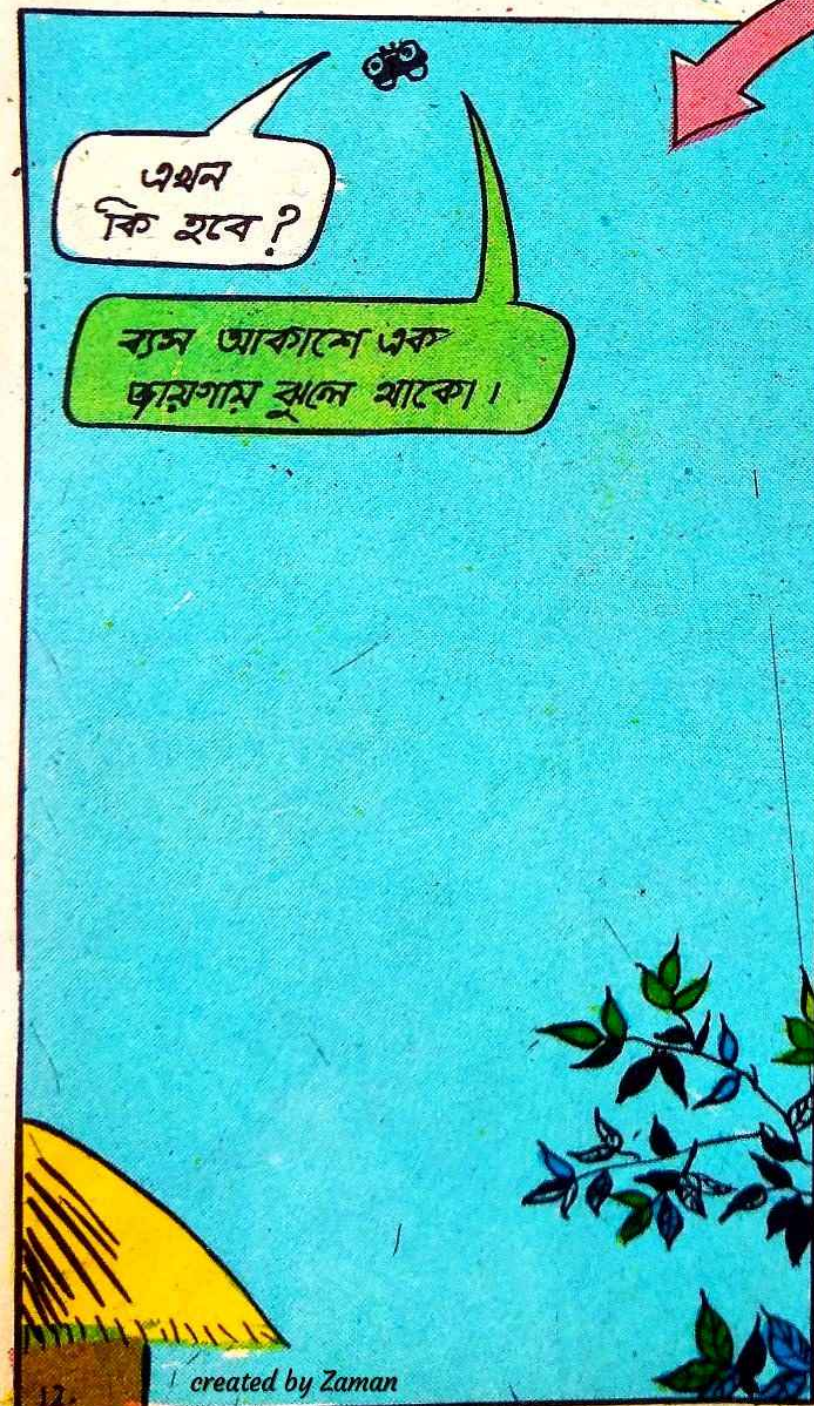
DENTAL CREAM
আমার হোর্ডিং শহরের সব চেয়ে উঁচুতে লাগাতে হবে।

created by Zaman

আমি বললাম, গাড়ী মেঘের ওপারে নিয়ে চলো।
গাড়ী না আগে যাচ্ছে না পেছনে।
কারন?
পেট্রল শেষ হয়ে গেছে।
এখন কি হবে?
ব্যস আকাশে এক জায়গায় ঝুলে থাকো।
ওই দেখ! আকাশে ওটা কি?
কোনও অদ্ভুত পাখি!
যদি ও পাখি হয় তাহলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?
created by Zaman

শেষ পর্য্যন্ত এই হাজারো ফুট ওপরে আকাশে এরকম ভাবে কতক্ষণ পড়ে থাকবো?
কিছু জানি না। গাড়িতে এরকম কোনও যন্ত্র লাগানো নেই যার দ্বারায় ওকে নীচে নামাতে পারি।

আমার ত' খিদে পেয়েছে।

আমি গভর্নমেন্টকে বলব যে আকাশেও কিছু রেস্টুরেন্ট খুলুক যাতে ওপরে বসে চা, টোস্ট, কাটলেট খাওয়া যেতে পারে।

ওহো! এ কি?
ফি-শ-শ

গাড়ীর চাকার গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে।
created by Zaman

উঃ! গাড়ীযে ফুল স্পীডে নীচে নামছে
ঝপাস!!
উফ! খড়ের গাদা!
চাচাজী! আমরা কোথায় আছি।
আকাশে নিশ্চয়ই নয়, এতটা বলতে পারি।
created by Zaman

কাজের সন্ধানে

বিল্টু ! কোথায় যাচ্ছ ?
রোজগার করতে ।

নুটু ! এখন স্কুলের ছুটি বসে বসে বোর হওয়ার চাইতে কোনও কাজ খোঁজা ভাল। পয়সা আসবে
সত্যি তুমি খুব পরিশ্রমী ছেলে। সব সময় দূরের কথা চিন্তা করো ।
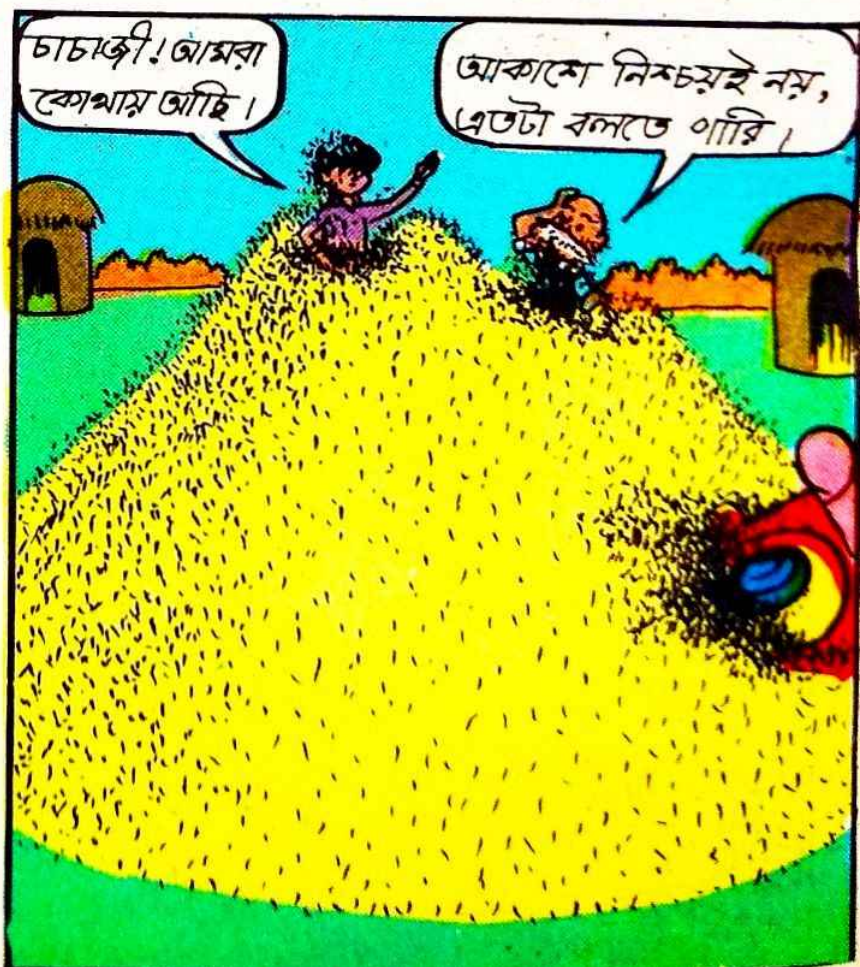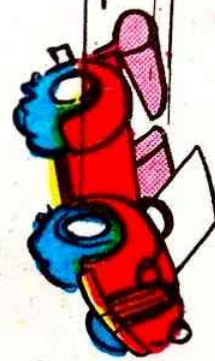
ভায়া নুটু ! যে কাজ বিল্টু করতে পারে তা তুমি কেন করতে পারবে না, মোটা ব্যাংক ব্যালেন্স থাকলে সুবিধা হবে ।

গুদাম
এখানে কাজ পাবার সম্ভাবনা আছে ।
প্রয়োজন
গুদামে মাল তোলার লোক চাই ।
© PRAN'S FEATURES

আমিও কাজের সন্ধানে আছি ।
created by Zaman

শেঠজী! আপনার কাজের জন্যে লোক চাইতো? আমিও কাজ খুঁজছি।
আ-রে-রে নুটু! একী? এই কাজটার জন্যেই ত আমি এসেছিলাম।

মন খারাপ করবার দরকার নেই। আমি দুজনকেই চাকরী দেব।

এই গুলো লিনোলিয়ামের রোল। একএক করে এই গুলোকে গুদাম থেকে বার করে সামনের দোকানে পৌঁছাতে হবে, মজুরী দু টাকা রোল।
রাজী আছি।

বাপরে!… উফ্… ভীষন ভারী। উফ্… উঃ যাতে… উফ্ দম বেরিয়ে গেল। উফ্…!

এই ট্রলীটা কতো কাজের জিনিস! ব্যস একটু ধাক্কা দিলেই হোলো।
created by Zaman

রোলের সাথে সাথে এটা আমাকেও ফ্রন্টিয়ার মেলের মতন নিয়ে যাচ্ছে।

আ-ই-ই-ই!

?

তোমার জন্যে আমার পাঁচশো টাকা দামের জাপানী তোতা উড়ে গেল। এর ক্ষতিপূরণ দাও, নাহলে !!...

পাঁচশো টাকা? আমার কাছে তো একটা পয়সাও নেই।

তাহলে আমার বাড়ীতে চলো। সেখানে তুমি চাকর হয়ে ততদিন কাজ করবে যতদিন না আমার ক্ষতিপূরণ হচ্ছে।
created by Zaman

রোজ তুমি কোনও না কোনও পাখি ধরে আনতে। আজ এ কাকে ধরে এনেছ?

গিন্নী! তুমি রোজ চাকরের খোঁজ করতে যে? দেখ একে নিয়ে এসেছি, একে সমস্ত কাজ দিয়ে দাও।

আমার জন্যে ওকম্য লোকের ক্ষতি হয়ে গেছে। ক্ষতিপূরণ না দিতে পারলে আমাকে চাকর বানিয়ে রেখেছে কি করে বোঝাই তার?
যখন চাকর মনিবের ক্ষতি করতে থাকে তখন মনিব তাকে তাড়িয়ে দেয়।
created by Zaman

বিল্টু ঠিকই বলেছে। সাড়ী প্রেস হয়ে গেছে ইস্ত্রিটা ওখানেই থাক সাড়ীটা জ্বলে যাক....

মারে একঘন্টা হয়ে গেল সাড়ী প্রেস হোলোনা!

বাঃ! কি সুন্দর প্রেস করেছ এখন থেকে ধোপার বদলে তুমিই সব কাপড় প্রেস করবে।
?

একঘন্টা যাবৎ কারেন্ট ছিলনা।

এদিকে এস, এখন আমার একটা কাজ কর। আমার জুতোটা পাচ্ছিনা একটু খুঁজে দাও

এই রয়েছে মহাশয়ের জুতো !

জুতো জোড়াটা হাতে করে না দিয়ে কেননা আমি পা দিয়ে ছুড়ে দিই? তাহলে মনিব অসন্তুষ্ট হোয়ে আমাকে বার করে দেবেন

বাবু! এই নিন আপনার জুতো !

ইশ্ আমার জুতোর ভেতরে একটা বিষাক্ত বিছে ছিল। যদি আমি জুতোটা পরতাম তাহলে নির্ঘাত আমাকে কামড়াতো।
created by Zaman
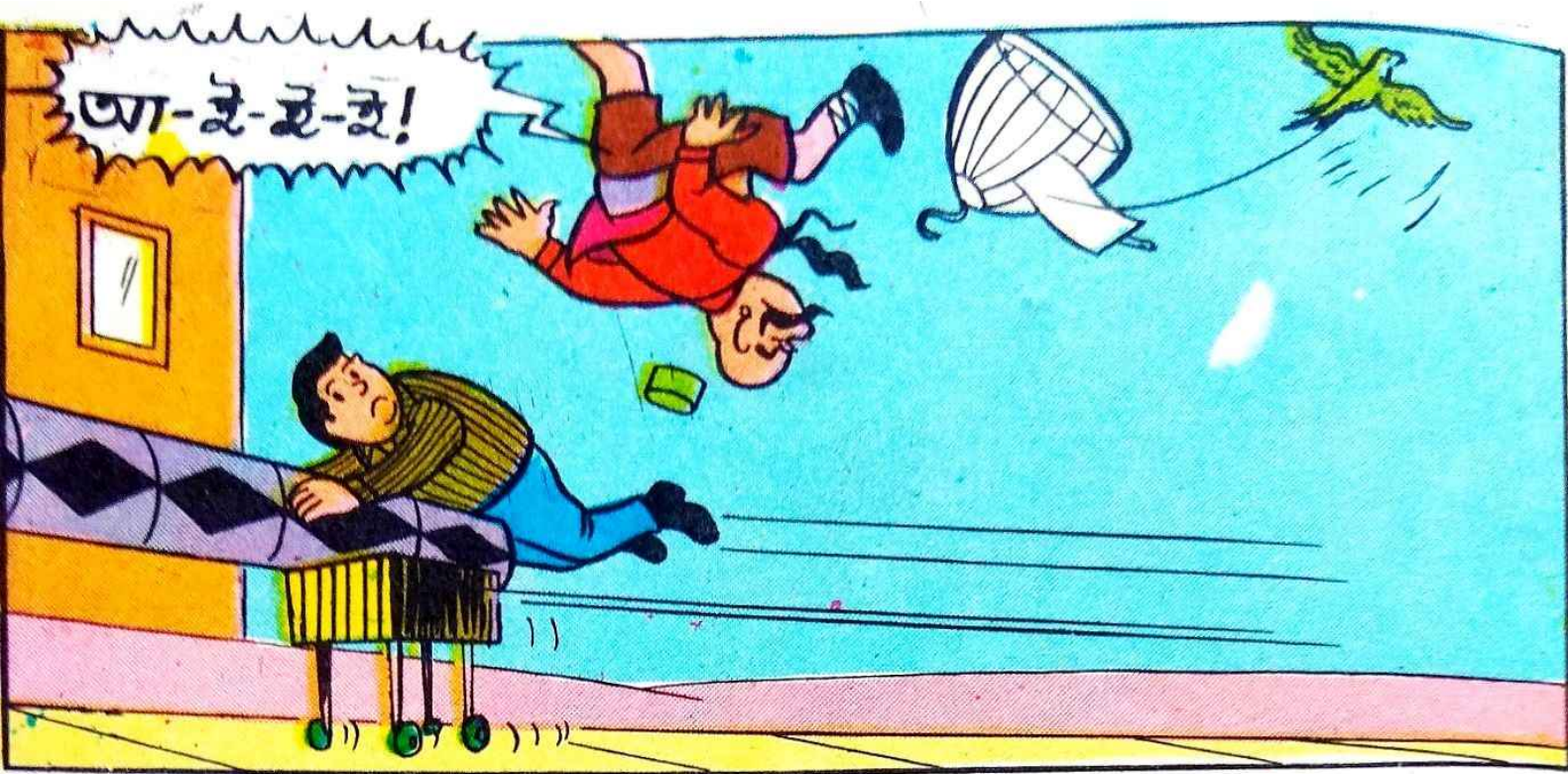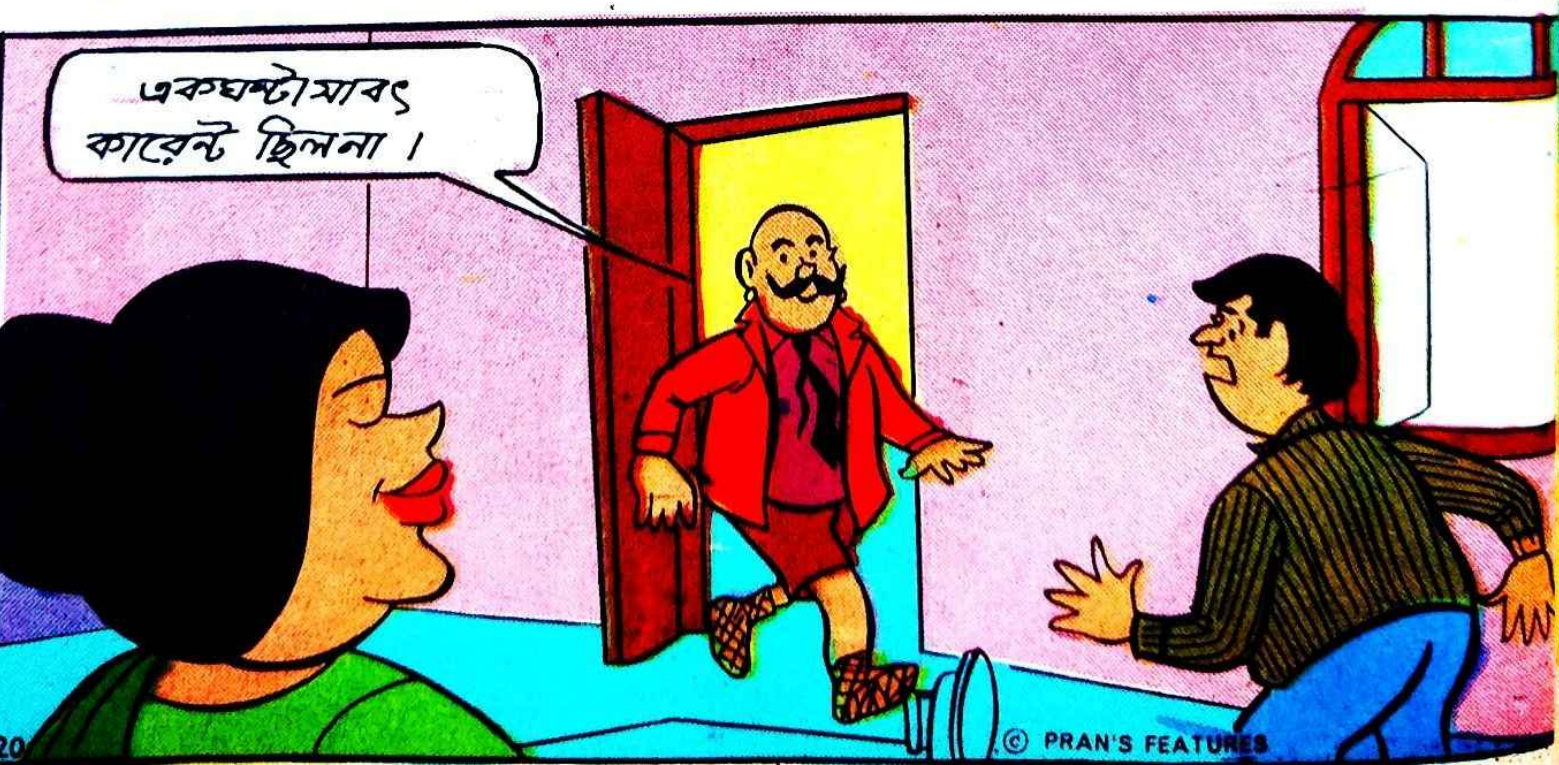
সত্যি, তুমি আর একবার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছো
এমন চাকরকে তো আমি একশো বছরেও ছাড়বো না
যাও ঝাড়-পোঁছ কর।

যদি ব্যাটা বিল্টুর দেখা পাই
তাহলে ওর হাড় গোড় সব ঢিলা
করে দিই।

আরে নন্টু তুই এখনও
এই বাড়ীতে আছিস ?

তোমার ফন্দিতে সব উল্টো ফল
হয়েছে। আমি ঝাঁটা দিয়ে
তোমাকে পিটতে আসছি।

দেখো, একটা শেষ কায়দা। ওই ফুলদানীটি
খুব দামী মনে হচ্ছে, ওটাকে ভেঙ্গে ফেলো।
তাহলে মনিবনী তোমাকে ঘর ছাড়া করেই
দ্বিতীয় শ্বাস ফেলবেন।

এই গেল ফুলদানীটা।

ফটাস্
!

দ্যাখো! হাজার টাকা দামের আমার হারিয়ে যাওয়া আংটিটা এই ফুলদানীটার মধ্যে পেলাম। চাকর ফুলদানীটা না ভাঙলে এই আংটিটা চিরকাল এতেই থেকে যেতো।

আরে তুমি এত ভাল কাজ করে কাঁদছো? বখশিস চাও; কি চাই?
নিজের স্বাধীনতা
যাও!

নুটু! আমি আবার কাজের খোঁজে বেরিয়েছি তুমি আমার সাথে যাবে?
আমার কি মাথা খারাপ?
created by Zaman

বান্‌জোর পুকুর

বান্‌জো আজ এই বন্দুক কিসের জন্যে?
চমক সিংহ! তাড়াতাড়ি পয়সা রোজগারের জন্যে এর প্রয়োগ করা উচিৎ।
সে কি রকম করে?

দেখতে থাকো।

উফ! রোদ্দুরে হাঁটতে হাঁটতে গলা শুকিয়ে গেল। কাছে কোথাও জল পাওয়া গেলে খেতাম।

ভাগ্য ভাল, কাছেই পুকুরটা পাওয়া গেল।

জল খাওয়ার মাশুলটা তো দিয়ে যাও।

জল তো প্রকৃতির দান। এর কোনও দাম হয় না। দয়ালু লোকেরা তো জায়গায় জায়গায় জল খাওয়ার ব্যবস্থা রাখে।

কিন্তু আমাদের পুকুরের জল বিনা পয়সার নয়।

অন্য জায়গায়--

চাচাজী! ব্যাংক থেকে আপনার বিশহাজার টাকা তোলবার কথা ছিল, না?

হ্যাঁ, সাবু ক্যাশিয়ার বিশহাজার টাকা তো দিয়েছে কিন্তু সব দশ দশ পয়সার খুচরো। এই বস্তাটা দেখছো তো?

দিন আমি নিয়ে যাচ্ছি।
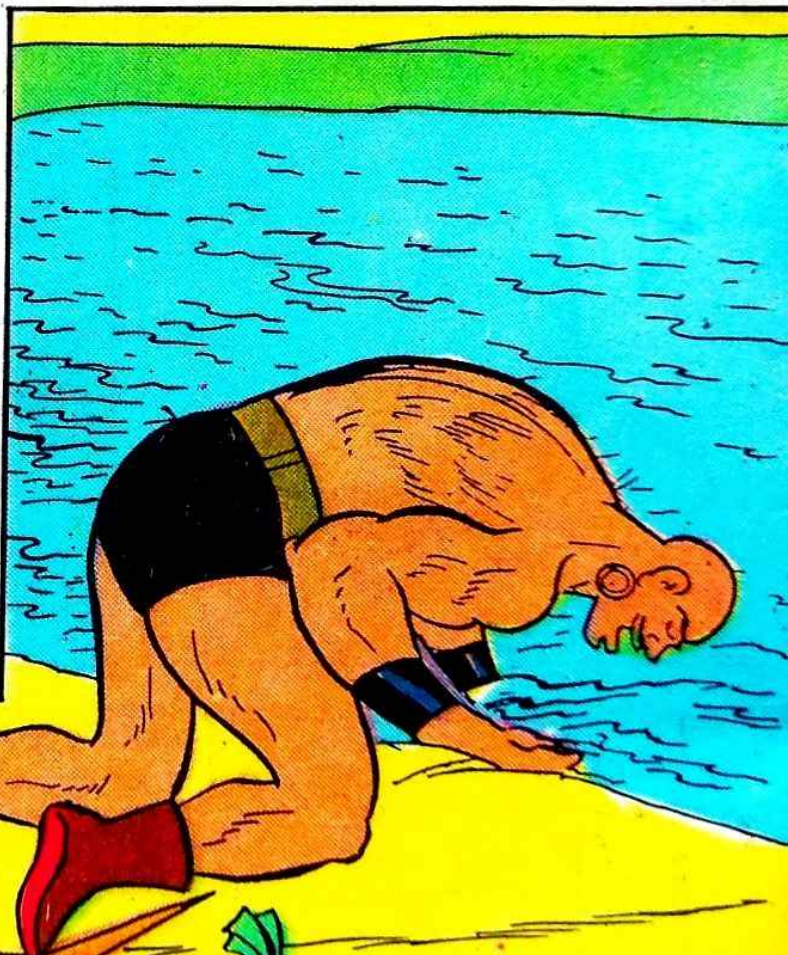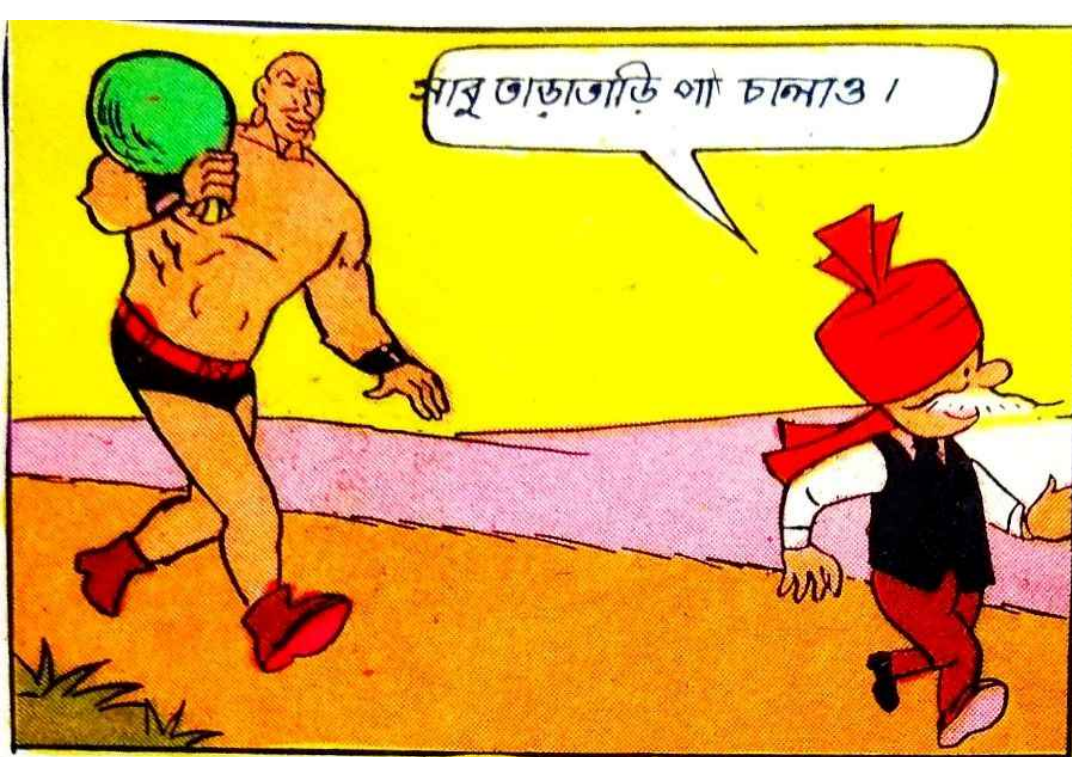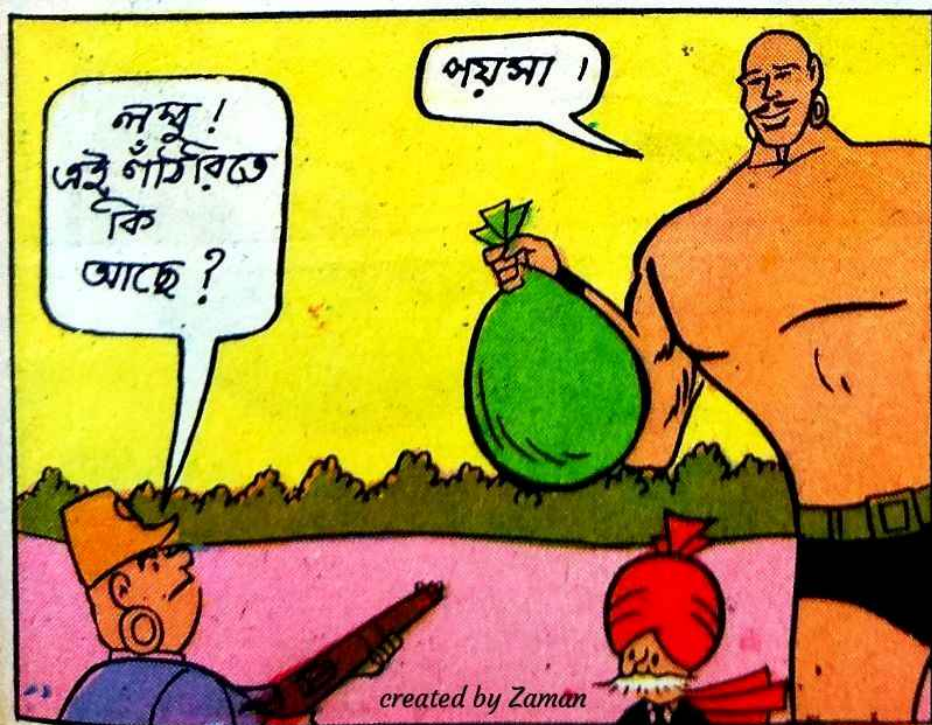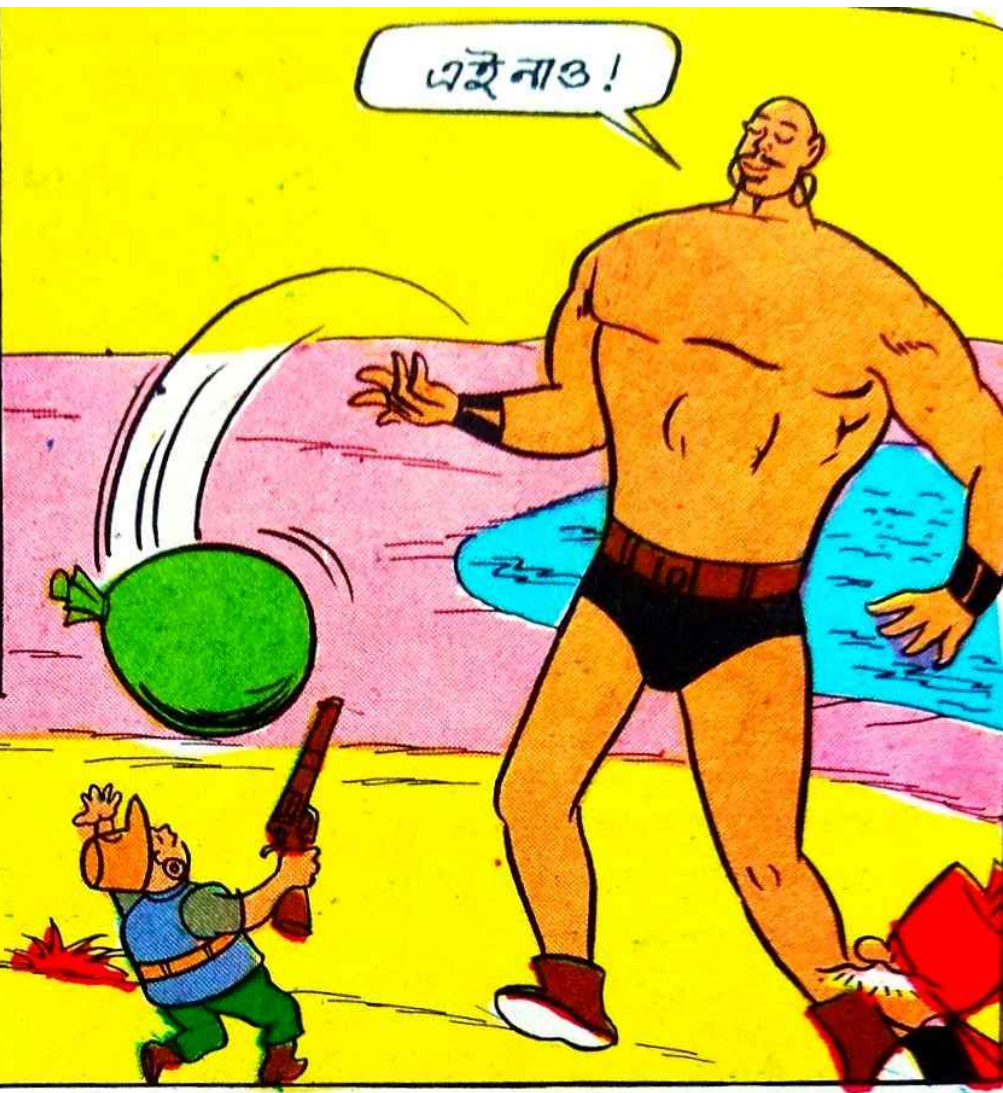
এই যে পুকুর যত খুশী জল খাও। পেট ভরে।

জলটা খুব পরিষ্কার আর ঠান্ডা।

জলটা মিষ্টিও হবে।

created by Zaman

সাবু তুমি পেট ভরে জল খেয়েছ চল এখন ঘরে যাই।

দাঁড়াও আগে বোন্‌জোর জলের মাশুল দিয়ে যাও।
জলের ট্যাক্স? এই শব্দটাতো আজ প্রথমবার শুনছি।

লম্বু! এই গাঁঠরিতে কি আছে?
পয়সা।
created by Zaman

তাহলে তো এতে বেশ মোটা টাকা হবে। গাঁঠরিটা আমায় সোপর্দ কর

সাবু! গাঠরিটা ওকে সাবধানে দিয়ে দাও!
এই নাও!

ওফ বাঁচাও! এই ভারী গাঁঠরিটা সরাও।
কিন্তু আগে সপথ করো যে আর কখনও জলের মাশুল নেবে না
ধ-ড়া-ম

আমি শপথ করছি।

বাপরে! প্রাণে বাঁচলাম

created by Zaman

নাও কাকী!

ট্রিন

টিন

টিন

created by Zaman

আরও এক কাজ বাড়লো। এখন সব পয়সাগুলোকে জড়ো করে আবার বস্তায় ভরতে হবে।

চাচাজী! তুমি কেন কষ্ট করবে? এই কাজটা আমিই করবো। তুমি ধরো এই বিশ হাজার টাকার নোট।

কিন্তু রোকড়ীমল! তুমি এই কাজ কেন করবে?
আমার মুদি খানার দোকান আছে। আজকাল খুচরো পয়সার বড় অভাব। আমার ভাগ্য ভাল যে আমি এতগুলো খুচরো পয়সা পাচ্ছি।
পয়সার এই ঢিবিটা এখন আমার হয়ে গেল।
কিন্তু আমার বৌকে বাদ দিয়ে।

নাও গিন্নী! সামলাও এই বিশ হাজার টাকার নোট।
created by Zaman

বজরঙ্গীর সঙ্গে মোকাবিলা

ঘুর-ঘুর!

আ

এ কোন শয়তান আমার প্রাতঃকালীন ঘুম নষ্ট করলো।
বিল্লুর ট্রানজীস্টর।

এই হচ্ছে সুযোগ ছুঁচোটাকে শিক্ষা দেবার।

বিল্লু! তোমাকে আমার সাথে কুস্তি লড়তে হবে।
কেন বজরঙ্গী ওস্তাদ?

আমিই এই নিয়ম করেছি যে এই পাড়ায় যে ট্রানজীষ্টর বাজাবে তাকে আমার সঙ্গে কুস্তি লড়তে হবে।
এই নিয়মের কথা ভেবে পাড়ার লোকেরা কুস্তিতে নিজেদের হাত পা ভাঙ্গানোর পরিবর্তে নিজেদের ট্রানজীষ্টর হয় বেচে দিয়েছে নয় আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।
তাহলে আমাকে যেতে দাও। এটা ট্রানজীষ্টর নয় পয়সা রাখার ডিবে এই ছেঁদা দিয়ে পয়সা ঢালি এর চাবিটা চাচা-চৌধুরীর কাছ থেকে আমি আনতে যাচ্ছিলাম
সা
তাহলে এই আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে?
গা
STORES
সাবুর ট্রানজীষ্টর থেকে। নিয়ম অনুযায়ী এখন তোমাকে ওর সঙ্গে কুস্তি লড়তে হবে।

কিহে পালোয়ান, কুস্তি লড়বার শখ হয়েছে ?

না-না! আমি এখন থেকে আমার নিয়ম পাল্টে দিলাম এখন ট্রানজীস্টর চালালে কাউকে আর কুস্তি লড়তে হবে না••• আমায় ছেড়ে দাও।

যাও ছেড়ে দিলাম।

ধড়াম

চাচাজী এই টিনেতে অনেক পয়সা জমা হয়ে গেছে। এর চাবিটা বার করুন এটা খোলা যাক।

চাবি?... জানি না আমি ওটা কোথায় রেখেছিলাম এখন ভুলে গেছি?

গিন্নী! এই ছেলেটা বড়ই বাচাল। যাতে আমি নিঃশ্চিন্তে চাবিটা খুঁজতে পারি তারজন্যেই ওকে আমি এই কাজে লাগিয়েছি।

তোমার কাজ করবার যত অদ্ভুত কায়দা।

কি ভাবে কথাবার্তা শুরু করা যায়?...হ্যাঁ বলুন আপনার নাম কি? বলবেন না?... নাই বললেন।

আমার নাম বিল্লু। ক্রিকেট খেলবার শখ আছে---- আমার ক্রিকেটের বলে পাড়ায় কতকগুলো জানলা ভেঙ্গেছে তার কোনও হিসেব নেই।

আপনার কি খেলার শখ?
ওস্তাদ! ওই দেখো, বিল্লু। পাথরের মুর্তির সঙ্গে কথা বলছে।
এটা ভাল সুযোগ। দেখবি ওকে আমি কি করে বোকা বানাই।

আমাদের শহরে এক বজ্ররক্ষী পালোয়ান থাকে। জানি না কেন ও আমার ওপর ক্ষেপে থাকে।

কেননা তুমি একটা অপদার্থ, শয়তান, আর পয়লা নম্বরের বোকা।
?

তুমি বজ্ররক্ষীকে খুব জ্বালিয়েছ। যদি কখনও ও তোমাকে বাগে পায় তাহলে ও তোমার হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে।

কি-কি--- কিন্তু।
চুপ! বেআদব! আমার সামনে মুখ চালাচ্ছিস? এক থাপ্পড় খেলেই তুই ডিগবাজি খেতে থাকবি।

দেখো মিষ্টার মূর্তি! তুমি সীমার বাইরে চলে যাচ্ছ। আমারও রাগ আসতে পারে।
created by Zaman

হাঃ হাঃ একটা ছুঁচোর রাগ এলেই বা আমার কি ক্ষতি হবে।
ঠিক আছে একটু পরে এসে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করব।

চাচা জী! ওই মূর্তিটা কথা বলে, ও আমাকে মারবার হুমকি দিচ্ছে।
এই রকম কথা?

যদি ওই মূর্তিটা তোমাকে আবার হুমকি দেয় তাহলে ওটাকে তুলে জানলার বাইরে ফেলে দিও *
* চাচা চৌধুরীর বুদ্ধি কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর।

মিস্টার মূর্তি! এবার ভদ্রতা শেখো নয়তো.....
হাঃ হাঃ! বারে মাটির সিংহ।

আমি শুধু তোমাকে নয়। চাচা চৌধুরী আর ওই লম্বু সাবুকেও মারতে পারি। আমি এই বাড়িতে আগুন লাগাবো। তোমরা সবাই পুড়ে কয়লা হবে। আর আমি সেই জ্বলন্ত কয়লায় ভুট্টা পোড়াবো।
created by Zaman

created by Zaman

পিঙ্কীর
কারসাজী

তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ।

কেন বাইরে কি কেউ ধার চাইতে আসছে?
না!

ডাকাত আসছে?
না!
ইনকামট্যাক্সের লোক হানা দিতে আসছে?
তাদের চেয়েও ভয়ানক।
Created by Zaman

তবে কি অ্যাটম বোম ফাটবে নাকি?
© PRAN'S FEATURES

তার চেয়েও সাংঘাতিক। ওই দ্যাখো, পিঙ্কী! যদি দরজা খোলা থাকতো তাহলে ও ভেতরে চলে আসতো আর আমার মগজ খারাপ করতো।

পিঙ্কী! এত সকাল সকাল কোথায় চললে?
কোডাক কাকুর দোকানে। উনি কিছুদিনের জন্যে বাইরে গেছেন আর আমাকে ওনার স্টুডিওর সব দায়িত্ব দিয়ে গেছেন।

STUDIO
ফটো তোলাবার জন্যে লোক আসছে।

চাচা চৌধরীর বাড়িতে।
আরে বিল্লু! কিছুদিন ধরে আমি দেখছি যে তুমি ঘরে বসে বসে শুধু সোফা ভাঙছো।
Created by Zaman

বাইরে কোথাও যাও না কেন? এখন কি শুধু খাওয়া আর সোফায় বসে থাকাটাই তোমার কাজ হয়েছে?

সকাল হতেই লোকেরা নিজেদের কাজে কর্মে যায়। মহিলারা রান্না বান্নার কাজে ব্যস্ত হয়, আর বাচ্চারা স্কুলে কলেজে চলে যায়।

কিন্তু কাকী ইস্কুল তো এখন বন্ধ।

থাক থাক! তোমায় কোথাও যেতে হবে না। সারা দিন এখানেই বসে থাক। আমি তোমার জন্য এখনই মিল্কশেক আনছি।

যদি মিল্কশেক পাওয়া যায় তাহলে আজ আমিই ঘরেই ডেরা ফেলছি।

না, তোমায় কোডাক স্টুডিও থেকে ফোটো তোলাতে হবে, যাতে সেটা পাসপোর্টে লাগানো যায়।

চলো, আগে ফোটোটাই তুলিয়ে নিই।

STUDIO
দোকান
আরে, পিঙ্কী! তুমি?
আমার একটা ফোটো তোলাতে হবে
মিস্টার কোডাক দিল্লীতে কিছু কাজে গেছেন কাজেই স্টুডিওর কাজকর্ম এখন আমার দেখা-শোনায় চলছে।

খুবই সহজ কাজ। ফটোগ্রাফার সাহেব আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে লোককে সামনে বসিয়ে কেবল ক্যামেরার এই চেনটা টানতে হবে।

এক মিনিট দাঁড়াও !

ওঠো আগে আমার বেবী ফটো তোলাবে !
কিন্তু আমি আগে এখানে এসেছি।

দেখো আমার বেবী প্রত্যেক কাজ সবার আগে করে বেকারীতে গিয়ে প্রথম কেকটা খায়, সিনেমার সিনেমার প্রথম শো দেখে, আর...
কিন্তু আমারও একটা নীতি আছে, যে আগে এসেছে সেই আগে ফটো

কিন্তু আমারও একটা নীতি আছে, যে প্রথমে আসবে সেই আগে ফটো তোলাবে।
হ্যাঁ, এই কথাটা কিছু বুঝতে পারছি।
Created by Zaman

সমাধান হোয়ে গেল। আপনি বেবীকে নিয়ে আসুন।

বেবী!

!!
বেবী! চাচাজীর কোলে বসে পড়। এক সঙ্গে ফটো তোলা হোয়ে যাবে।

চাচাজী! ফোটো তুলবো! আপনি কোথায়?
Created by Zaman

এই যে এখানে!

ক্লিক!
নিন, আপনাদের ফোটো তোলা হোয়ে গেছে

ধন্যবাদ! প্রিন্ট তৈরী করে রেখো।

পিঙ্কী! ফোটো কত পয়সা হলো
আমরা পয়সা তখনই নিই যখন গ্রাহকের ফোটো তৈরী করে তাকে দিয়ে দিই, এটাই আমাদের নীতি।

ছাইয়ের নীতি তোমাদের? এখানে আগে আমি এলাম আর ফোটো তোলা হল ওই বেবী এলিফ্যান্টের।

ফোটো আগে আপনারই তোলা হবে। ওই বেবী এলিফ্যান্টের মন রাখার জন্যে আমি খালি ক্যামেরায় ক্লিক করেছিলাম। এতে ফিল্ম নেই।

ক্যামেরায় ফিল্ম আমি এমন লাগাবো। তারপর আপনার ফোটো তুলবো ।

ধন্যবাদ !
ক্লিক !

প্রিন্ট তেরী রেখো। আমি কিছুক্ষণ পরে এসে নিয়ে যাব।

আরে আপনি এখানে কেন দাঁড়িয়ে ? আপনার বেবী কোথায় ?

বেবী চায় যে এই ফুটবল ফ্যাক্টরীতে যে প্রথম ফুটবলটা তৈরী হবে সেই বলটা ওই কিনবে আর তারজন্যেই ও অপেক্ষা করছে।
SITE FOR FOOTBALL FACTORY
Created by Zaman

Created by Zaman

জাম্বো! এটা খেলার মাঠ, ব্যায়ামশালা নয়। ভালো চাও তো এখান থেকে কেটে পড়, তা নাহলে ...
না গেলে কি করবে?

এই ডান্ডাটা দেখেছো?

দেখি একটু!

কড়াক্!

নাও, এটা নিয়ে যাও, ঘরে জল গরম করার কাজে আসবে।
Created by Zaman

Created by Zaman

কেন এখানে কি কিছু হবার আছে ?

এখানে কবি সম্মেলন হবে। এক হাজার কবি তাদের কবিতা পড়তে এখুনি এখানে আসবে।

বাপরে পালাও!

কি ব্যাপার আজ সব জায়গাতেই কি কবি-সম্মেলন হচ্ছে?
আজ শহরে একটাই কবি সম্মেলন হচ্ছে, সেটা এখানে, ছাপানো কার্যসূচী দেব?

না, আমার যদি কোনও জিনিসের দরকার থাকে তাহ'লে এই গদার।

খটাক!
চৌকা!

তড়াক!

জ্যাম্বো! আমাদের বল দিয়ে দাও।
এখনই দিচ্ছি।

তোমাদের বল আমার মুঠোয় আছে, চাপ দিয়ে আমি একে পাউডার করে দেব।

এই নাও!
তুমি আমাদের ক্রিকেটের বলটাকে ধুলো করে দিলে?

এগুলো নিজের কাছেই রাখ!
ওহো!

বদমাস ছাকরা, এই দা দিয়ে আমি তোর বড়ার রোটা বাজাচ্ছি

ব্যাটা ব্লান্ড খেয়ে নিজেই পড়ে গেছে।

জাম্বো তো গেল হাসপাতালে, গব্দু অন্য বল নিয়ে আয়। ক্রিকেট খেলবো।

গেট
কীপার

কম্পানী
এই চাকরীটা অবশ্যই আমার উপযুক্ত কাজ।
প্রয়োজন
একজন
গেটকীপার
চাই।

স্যর! আমি গেট কীপারের কাজের জন্যে এসেছি।
ঠিক আছে বাইরে টুলে গিয়ে বস। কোনও বাজে লোককে ভেতরে আসতে দেবেনা।

এখন এই বোর্ডটার কি দরকার? এটাকে ভেতরে রেখে দিই।

আমার নাম উল্টাপ্রসাদ সিং। সাহেব কি ভেতরে আছেন?
যাও কেটে পড়! সাহেব বলেছেন যে বাজে লোককে ভেতরে ঢুকতে দিতে না।

কোম্পানী
দারোয়ান! ভেতরে এস!
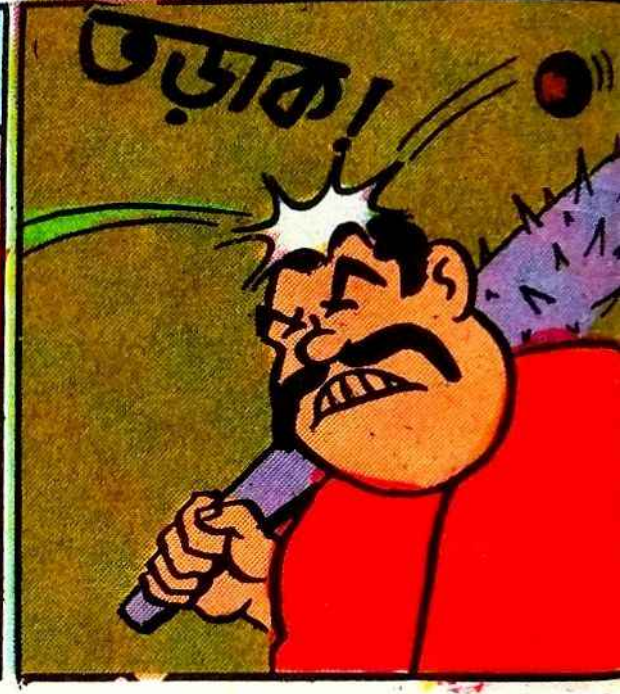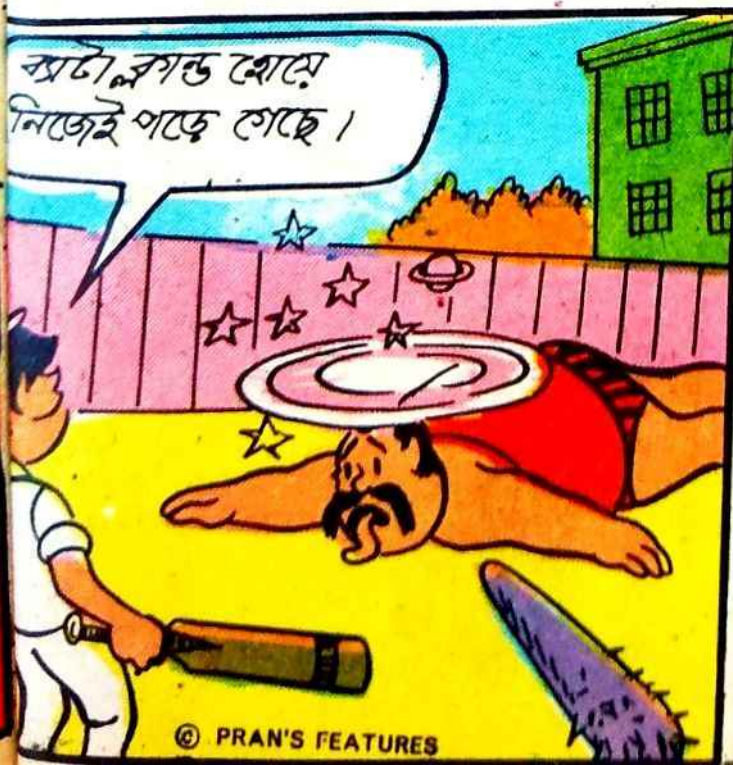
স্যর! একজন উল্টোপ্রসাদ আপনার খোঁজ করছিলেন, আমি ওঁকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি।

ওফ-হো! ও আমাদের পুরোনো খদ্দের ছিল, একটা বড় কন্ট্রাক্ট দিতে এসেছিল, আর এরকম কোরনা, সবাইকে আসতে দেবে।

তোমার সাহেব ভেতরে আছেন?
নিশ্চয়ই! আপনার জন্যে অধীর ভাবে অপেক্ষা করছেন।

হাসতে-হাসতে চলে যাচ্ছে। মনে হয় কোনও বড় কন্ট্রাক্ট হয়েছে।

ও ডাকাত ছিল!

সেই দ্বীপে
বিল্লু! আমি তোমাদের একটা নতুন জায়গা দেখাবো। আজকের দিন আমরা একটা দ্বীপে কাটাবো, যা সমুদ্রের মাঝখানে আছে।
ভাল করে বসেছ তো? আমি বোট চালাচ্ছি।
এখনও সাবুর আসা বাকী আছে।
ও সাঁতরে আসবে।
Created by Zaman
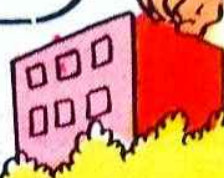
সাবু ক্লান্ত হওনি তো? ইচ্ছা করলে বোটে চলে আসতে পার।
না আমি এর চেয়েও বড়-বড় সমুদ্র সাঁতরে পার হয়েছি।

চাচাজী! ডাঙ্গা দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় আমরা ওই দ্বীপে এখনই পৌঁছে যাব।

বিক্কু! নামবার ব্যবস্থা করে ফেলো।
আমি তৈরী আছি

বাঃ! এই দ্বীপটা খুবই গাছপালায় ভরা।

যতই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ততই জঙ্গল ঘন হয়ে যাচ্ছে।

পাতার খর-খর শব্দ হচ্ছে যেন।

মশার দল! দূর হও!

সাবু! এই জংলী লোকেদের হাতের বর্শার ডগায় তীব্র বিষ মাখানো আছে। বর্শা বিঁধলে মৃত্যু অনিবার্য্য। ওরা যা বলে সেইরকম করা উচিত।

চলো!

জংলীদের রাজা "বাবু"

হাঃ হাঃ ভাল শিকার! বখশিস পাবে। আগন্তুকদের কোরমা বানাবো। বলির আগে আমার পায়ে মাথা নোয়াও।

Created by Zaman

সাঁই-ই!

কড়াৎ

দাঁড়া জাংলী গণ্ডার!
আমি তোকে খতম করছি।

ধড়াক!
বাপরে!

ধড়াম

সাবু! গন্ডারকে আটকাও!

মা! বাঁচাও!

ছপাক!

বাছা আমার
মা!
আমার ছেলেকে বাঁচালে। তোমরা আমার অতিথি।

আমরা জংলী জন্তু শিকার করে এনে তোমাদের খাওয়াবো
কোনও দরকার নেই। আমরা নিরামিষভোজী

দ্বীপে ঘুরে বেড়াবো আর ফলমূল যা পাব তাই খাব।
Created by Zaman
© PRAN'S FEATURES
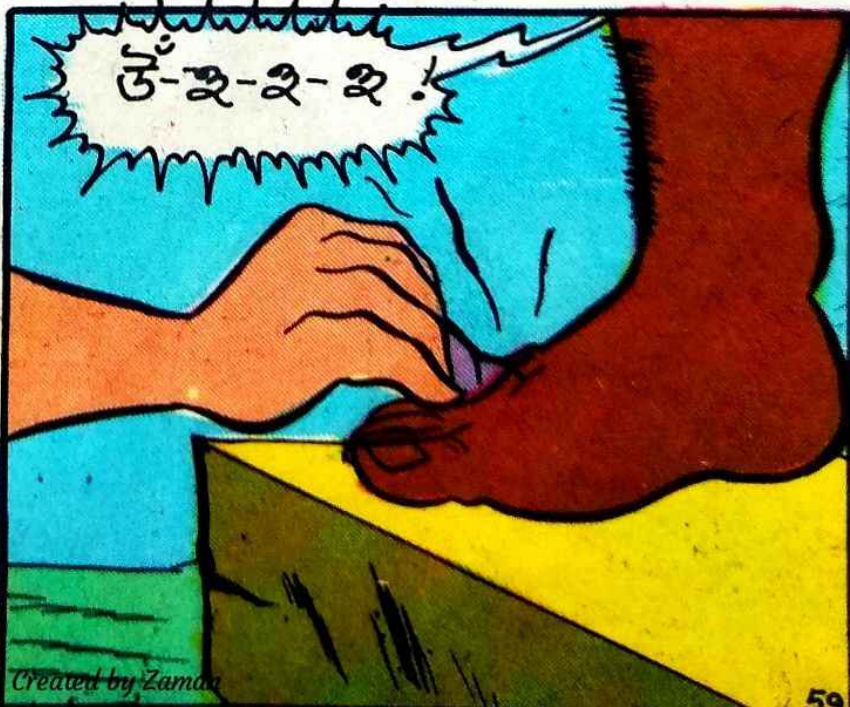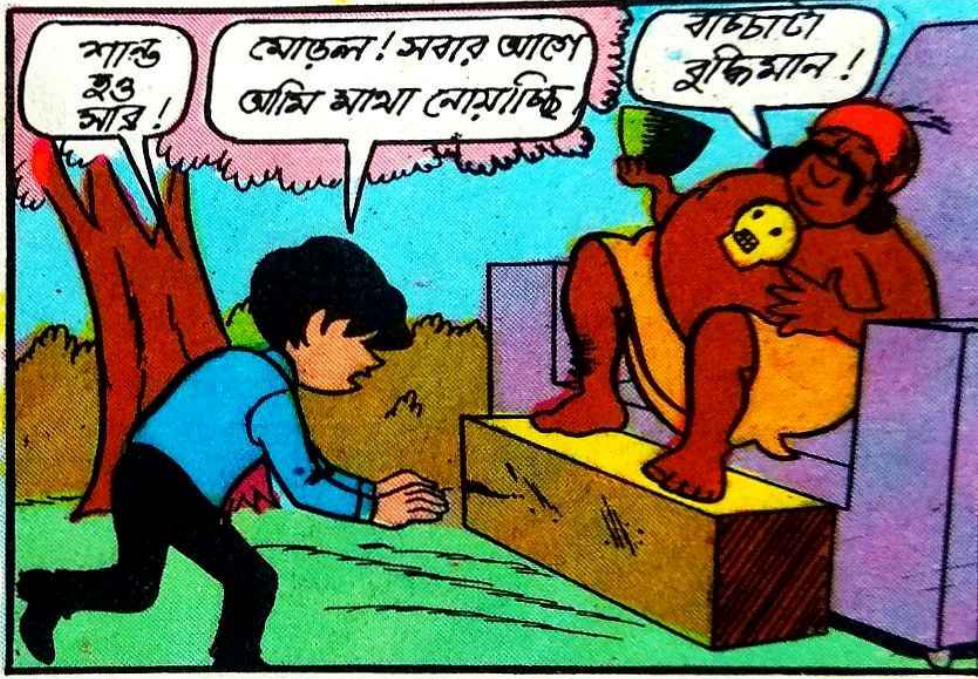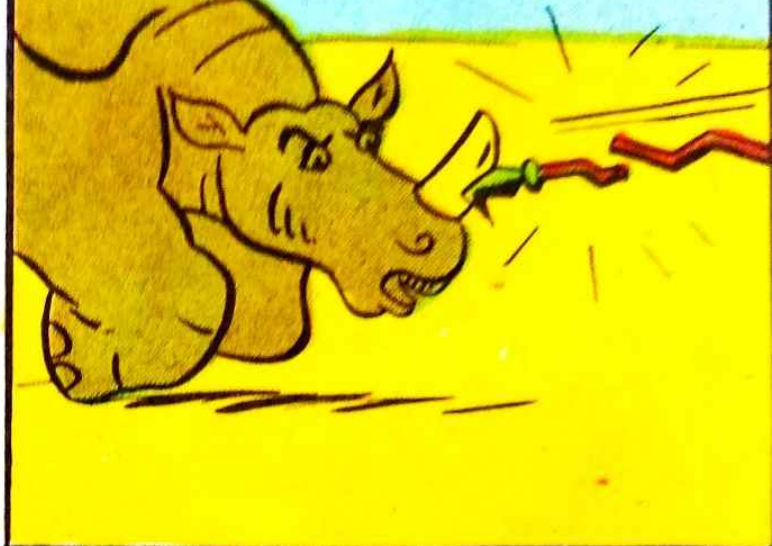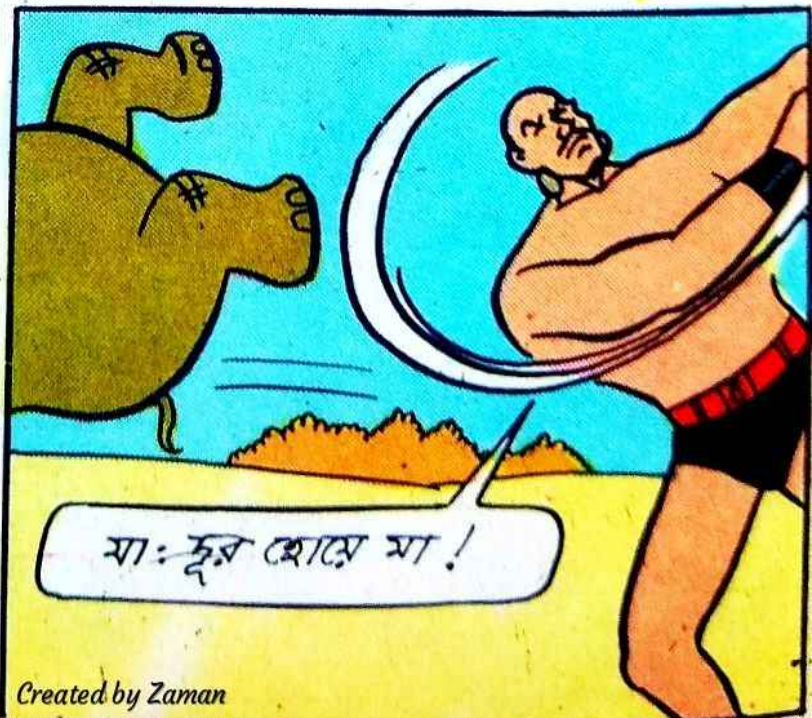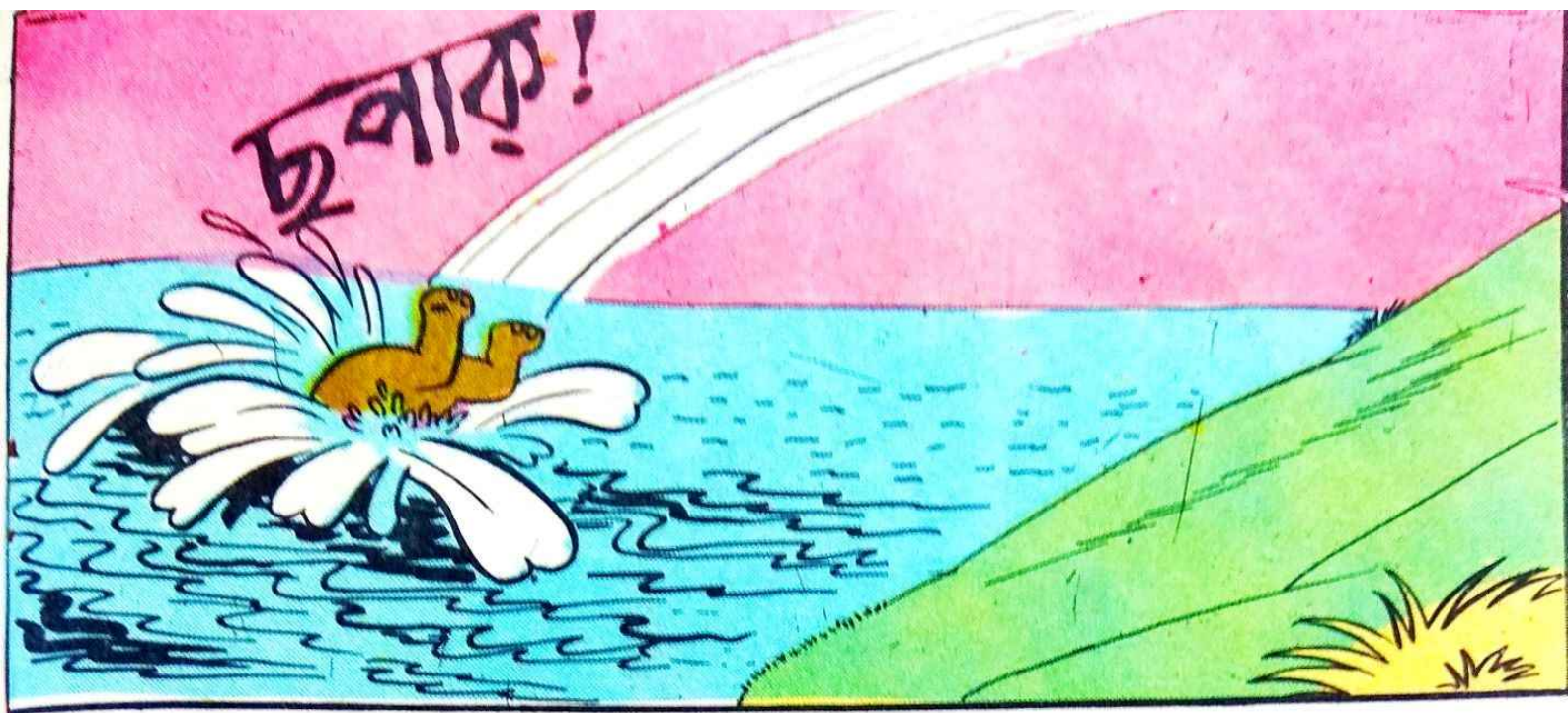
REWARD!

BRING 10 DIFFERENT WRAPPER STORIES AND THEIR WRAPPERS TO GET 3 MONOPACKS FREE

SOFT NON STICKY BUBBLE GUM

HURRY KIDS!

- Look out for wrapper stories inside Big Babol monopacks
- Collect the reward from your nearest dealer
- Offer available in select cities till stocks last

PERFETTI

ME/Perfetti/1795